সমকাল

তারিখ 0 8 MAR 2014
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

নারী উপাচার্য স্বাগত

সালমা আখতার

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর মধ্য দিয়ে। ১৯২১ থেকে ২০১৪ সাল অনেক লম্বা সময় পেরিয়ে এসেছি আমরা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে নারীর নিয়োগ ২ মার্চ ২০১৪। এই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি ঘটতে সময় লেগেছে প্রায় ৯৩ বছর! কেন এমনটি হলো। যে দেশে নারী প্রধানমন্ত্রী, নারী স্পিকার, নারী বিরোধীদলীয় নেত্রী, নারী কৃষিমন্ত্রী, নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, সে দেশের সর্বোচ্চ উচ্চশিক্ষাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী উপাচার্য কেন অধরা ছিল? বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় 'A state within a state' রাষ্ট্র বা State যদি নারী নেতারা সুযোগ্যভাবে পরিচালনা করতে পারেন, তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীদের নেতৃত্বের যোগ্যতা নিয়ে বদ্ধ মানসিকতা কেন? বাংলাদেশ 'সবার জন্য শিক্ষা' ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সাংখ্যিকভাবে জেন্ডার সমতা অর্জন হয়েছে এবং তা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রয়েছে প্রচণ্ড জেন্ডার গ্যাপ, তা ছেলেমেয়েদের ভর্তি, পাসের হার থেকে শুরু করে চাকরি পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অনুপাত হলেও প্রশাসনে নারী-পুরুষ অনুপাতের হার একেবারে হতাশাব্যঞ্জক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পর্যায়ে এ পর্যন্ত দু'জন মাত্র উপ-উপাচার্য (অধ্যাপক জিনাতুন্নেছা তাহমিদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপ-উপাচার্য, বর্তমানে ড. নাসরীন আহমদ দ্বিতীয় উপ-উপাচার্য)। কিন্তু উপাচার্যের পদ গত ৯৩ বছরেও পূরণ করার মানসিকতা আমাদের ছিল না ১ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত। সাধুবাদ সরকারকে এই পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এবং অজস্র অভিনন্দন ড. অধ্যাপক ফারজানা ইসলামকে, যিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে প্রথম।

আমি বিগত ৪২ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে শিক্ষা প্রশাসন বিভাগে শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা পলিসি, প্রশাসনিক সমস্যা ও নেতৃত্বের ওপর অধ্যাপনা করছি। দেশে-বিদেশের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণও আমার রয়েছে শিক্ষা প্রশাসন ও নেতৃত্বের ওপর। কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও প্রশাসনিক জটিলতা এক কথায় বলা যায় ইউনিক বা অনন্য। আমার সুদীর্ঘ কর্মঅভিজ্ঞতা ও সুগভীর জ্ঞান থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাকে আমি কোনো বিশেষ শ্রেণীতে ফেলতে ব্যর্থ হয়েছি। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব চতুর্মুখী প্রশাসক+শিক্ষক+শিক্ষার্থী+কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। সবার সহযোগিতা থাকলেই প্রশাসন ভালো চলবে।

সারাবিশ্বেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চপদে নারীর সংখ্যা কম। অদৃশ্য Glass ceiling ভেদ করে উচ্চপদে নারীর অধিগমন অনেকখানি যুদ্ধজয়ের মতো। আন্তর্জাতিক শিক্ষা অধিবেশনগুলোতেও দেখা যায় যে, Keynote speakerদের মধ্যে পুরুষ প্রাধান্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে যদি নেওয়া যায় তা হলেও দেখা যায়, নারীর বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে সংখ্যায় কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত আন্তর্জাতিক মানের সেমিনারে নারী Keynote speaker আমার জানামতে দেখিনি। বর্তমানের পরিসংখ্যান (২০১৪) অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৭২টি বিভাগের (আইন অনুষদ আলাদা) মোট ২১টিতে বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নারী। ব্যবসা অনুষদের এতগুলো বিভাগের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিজনেস বিভাগের প্রধান একজন নারী। ডিনদের মধ্যে মাত্র আইন অনুষদের ডিন একজন নারী, ১১টি ইনস্টিটিউটের মধ্যে ৪ জন মাত্র নারী পরিচালক। রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৩ বছরের ইতিহাসে পুরুষ প্রধান পদ হিসেবে রয়ে গেছে। (উৎস : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডায়েরি, ২০১৪)।

সাধারণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে কিছু নারী অধ্যক্ষ রয়েছেন। তবে উচ্চ প্রশাসনিক পদগুলো পুরুষ প্রশাসক দিয়েই অলঙ্কৃত। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক পদের এই জেন্ডার বৈষম্য প্রকট হলেও এ নিয়ে কখনও কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক সমিতিও। তাই এ কথা অবশ্যই বলতে বাধা নেই যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী উপাচার্য নিয়োগ নিঃসন্দেহে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদের জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু আমাদের শিক্ষক সমাজকেই (নারী+পুরুষ) জেন্ডার বৈষম্যের এই Glass Ceiling ভেঙে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে উদ্যোগটি একক উদ্যোগ হিসেবেই স্থির থেকে যাবে।

অধ্যাপক ও সাবেক পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়